যুগান্তর

তারিখ ... 7 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

বিদেশে উচ্চশিক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ

১০ বছরে শত কোটি টাকা লোপাট : প্রতিরোধ বা প্রতিকারে কোন আইন নেই দেশে

মুশতাক আহমদ

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র ভর্তির নামে মহা নৈরাজ্য চলছে। এ নিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছে একশ্রেণীর বেনিয়া। রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন শহরে ওই প্রতারক চক্র ছড়িয়ে আছে। বিদেশের নামি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স বা মাস্টার্সে ভর্তির নামে ফি বছর ওই চক্র কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রতিদিনই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শত শত প্রতিষ্ঠান অনেকটা নির্বিঘ্নে এ কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো কতটা সঠিক এবং দুর্নীতিমুক্ত তা দেখার কেউ নেই। বিদেশী ডিগ্রি আর উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই ভিটেবাড়ি, মায়ের অলংকার, হালের বলদ থেকে শুরু করে মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি করে প্রতারক চক্রের হাতে অর্থ তুলে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে জোটে প্রতারণা। বিদেশে যাওয়া তো দূরের কথা, দেয়া অর্থও ফেরত পায় না তারা। শেষ পর্যন্ত মামলাসহ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে অনেকে হয়রানির শিকার হন। র‌্যাব, পুলিশসহ বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ বছরে ওই চক্রের হাতে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী প্রতারিত হয়েছে। তবে প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। পুলিশ সদর দফতরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তাসহ কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী জানান, ওই সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করার পর শত শত কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। তারা শুধু একটি ব্যবসায়িক লাইসেন্স (ট্রেড) নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছে। তারা না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে, না বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ফলে ওই সব প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, মানুষ ঠকানোর এ ব্যবসা লাগামহীন ও অবাধে আর কতদিন চলতে থাকবে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিদেশে যেমন এদেশের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও পড়াশোনার অবারিত সুযোগ রয়েছে, আরও রয়েছে বিনা ফাঁদ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ফাঁদ : প্রতারণার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খরচে, নিজ অর্থে বা বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ, তেমনি রয়েছে ভালো প্রতিষ্ঠানে আসন সংকটের বিবেচনায় বিদেশে ভর্তির চাহিদাও। ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ্যে যেখানে প্রতারণা চলে সেখানে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায় এভাবে দিনের পর দিন প্রতারণা চলে কিভাবে?

জানা গেছে, ফি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশের পর থেকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ারও তিন মাস পর পর্যন্ত থাকে বিদেশে ভর্তি করার নামে প্রতারণার মৌসুম। প্রতিদিনই পত্রিকার পাতা খুললে নজরে পড়ে ভর্তির লোভনীয় সব বিজ্ঞাপন। বর্তমানে ওই ধরনের বিজ্ঞাপনে প্রথম শ্রেণীর সব জাতীয় দৈনিকের পাতা থাকে ভরা। একটি জাতীয় দৈনিকের ৫ আগস্টের সংখ্যায়ই এ ধরনের ২০টি বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এসব বিজ্ঞাপন এমনভাবে দেয়া হয়, শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞাপনদাতাদের অফিসে গেলেই যেন ইউরোপ-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাঙ্ক্ষিত ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিমান যেন ওড়ার অপেক্ষায়। কিন্তু বাস্তবে ঘটে উল্টো। বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে পরামর্শ দেয় খোদ এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা বলেছেন, যত সহজে ভর্তির কথা বলা হয়, বিষয়টি তত সহজ নয়। এক্ষেত্রে প্রতারণা, নানা খাতে অর্থ হাতিয়ে নেয়া, ভিসার নামে মোটা অংকের অর্থ লোপাট ইত্যাদিই ওই সব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য থাকে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিদেশে ভর্তির নামে 'স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি' করে এ ধরনের কেবল ঢাকা শহরেই ৫ শতাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অথচ এ ধরনের সেবাদাতাদের 'অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (এফএসিডিক্যাব) নামে যে সংগঠন রয়েছে, তার সদস্য মাত্র ৬৩টি। ওই প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতি এসএস বিজনেস কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্ণধার সুমন তালুকদার জানান, পত্রিকায় প্রতিদিন যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তার মধ্যে ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠানই ভুয়া। ওই সব ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের কারণে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নাম হচ্ছে। এ কারণে স্টুডেন্ট ভিসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি আইনের অধীনে আনা জরুরি। বিশেষ করে কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতারণা করে সেক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া প্রয়োজন। শুধু লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মোটা অংকের জামানত থাকলেই চলবে না। কারণ তাতে করে পেশিশক্তি বা কালো টাকাধারী ব্যক্তি এসব স্টুডেন্ট ভিসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় চলে আসতে পারে। এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাছে ওই সব প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, স্টুডেন্ট ভিসা সম্পর্কে তিনি টেলিভিশনের সরাসরি প্রোগ্রামে তথ্য ফাঁস করেন। এ কারণে তাকে প্রতারকরা জীবননাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ না হয়ে ভালোভাবে খোঁজখবর নিতে হবে। প্রয়োজনে দূতাবাসের ওয়েবসাইট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

এফএসিডিক্যাব সভাপতি বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশার। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়। এরপর ভুক্তভোগীরা যে মামলা করে তা ৪২০ আর ৪০৬ ধারায়। অর্থাৎ প্রতারণা আর অর্থ আত্মসাতের মতো ছোটখাটো মামলা হয়। তিনি জানান, দেশে শত শত প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ব্যবসা করলেও তাদের জন্য সরকারের কোন আইন বা বিধিবিধান নেই। ফলে প্রতারণা বন্ধ হচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, বিদেশে ভর্তি এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়ে সরকার ৬ বছর ধরে একটি বিধিমালা করার নাম করে কালক্ষেপণ করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, এ ব্যাপারে যে খসড়া বিধিমালা হয়েছে, সেখানে বিদেশে ভর্তির ধারাটি রহস্যজনক কারণে বাদ দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায়ই ১২ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা বসছে। তার প্রশ্ন, কার স্বার্থে বিধিমালাটি করতে বিলম্ব করা হচ্ছে। আর কার স্বার্থেই বা বিদেশে ভর্তির ধারাটি বাদ দেয়া হল।

একই কথা জানিয়েছেন র‌্যাবের মিডিয়া অ্যান্ড লিগ্যাল শাখার পরিচালক কমান্ডার মোহাম্মদ সোহায়েল। তিনি বলেন, স্টুডেন্ট ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন শিক্ষার্থী প্রতারিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থানায় আর্থিক প্রতারণার মামলা করছেন। অনেক ক্ষেত্রে ওই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হলেও কোন নীতিমালা না থাকায় পরে আইনের ফাঁকফোকর গলে তারা বের হয়ে যাচ্ছেন।

কতজন প্রতারিত : পুলিশ ও র‌্যাব সদর দফতরের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১০ বছরে রাজধানীতে স্টুডেন্ট ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী প্রতারণার শিকার হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারিত বেশির ভাগ শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে তেমন কোন উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে পারেনি, বরং কিছুদিন মিছিল-সমাবেশ করে ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবল রাজধানীর পল্টন, মতিঝিল, ফকিরাপুল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী ও কাকরাইল এলাকায়ই এ ধরনের অন্তত দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব এলাকার মোড়ে দাঁড়িয়ে নজর বুলালেই ওই সব প্রতিষ্ঠানের বড়-ছোট সাইনবোর্ড চোখে পড়বে।